দৈনিক
13
তারিখ 03 SEP 1989
পৃষ্ঠা... ৫ ... কলাম ... ১
72

দৈনিক
খবর

ঢাকা, রোববার, ১৯শে ভাদ্র, ১৩৯৬ বাংলা

প্রসঙ্গ ঃ সাক্ষরতার হার

শিক্ষাকে রাষ্ট্রীয়ভাবে গুরুত্ব দেয়া হলেও বাস্তবে এই ক্ষেত্রে যে তেমন কোন অগ্রগতি অর্জিত হয়নি। তারই এক জ্বলন্ত উদাহরণ হচ্ছে দৈনিক খবরের একটি রিপোর্ট। সম্প্রতি প্রকাশিত উক্ত রিপোর্টে সাক্ষরতার হার সম্পর্কে বলা হয়েছে, গত ৩৭ বছরে দেশে সাক্ষরতার হার ৫ শতাংশের বেশী বাড়েনি। উপরন্তু গত ৩৫ বছরে দেশব্যাপী নিরক্ষর লোকের সংখ্যা পূর্বের চেয়ে দ্বিগুণেরও বেশী বৃদ্ধি পেয়েছে। ধারনা করা হচ্ছে আগামী ২ হাজার সাল নাগাদ দেশে নিরক্ষর লোকের সংখ্যা ৬ কোটি ২৩ লাখ পর্যন্ত গড়াবে। প্রাপ্ত তথ্যে দেখা যায়, ১৯৫১ সালে দেশে মোট সাক্ষরতার হার ছিলো ১৮ দশমিক ৯ শতাংশ। বর্তমানে সাক্ষরতার হার ২৩ দশমিক ৯ শতাংশ। অর্থাৎ ৩৭/৩৮ বছরের ব্যবধানে সাক্ষরতার হার বেড়েছে মাত্র ৫ শতাংশ।

রিপোর্ট সূত্রে আরো জানা যায়, দেশে বয়স্ক নিরক্ষর লোকের সংখ্যা শতকরা ৭৪ ভাগ। বাকী ২৪ ভাগ নিরক্ষর লোকের বয়স ৩৫ থেকে ৪২ বছরের মধ্যে। অর্থাৎ দেশে বয়স্ক নিরক্ষর লোকের সংখ্যাই বেশী। অবশ্য অল্প বয়স্ক লোকেরা সাক্ষরতার দিক থেকে বয়স্ক লোকদের চেয়ে তুলনামূলকভাবে বেশ খানিকটা এগিয়ে আছে। বাংলাদেশ সাক্ষরতা সমিতি সূত্রে দাবী করা হয়েছে যে, আগামী ২ হাজার সাল নাগাদ বয়স্ক নিরক্ষর লোকের সংখ্যা আগের চেয়ে অনেক কমে আসবে। কিন্তু তা সত্ত্বেও দেশে বয়স্ক নিরক্ষর লোকের সংখ্যা ৪ কোটি ৭৩ লাখে দাঁড়াবে।

আমাদের মত দরিদ্র ও উন্নয়নশীল দেশের জন্যে শিক্ষার গুরুত্ব যে কত বেশী তা নিশ্চয়ই নতুন করে বলার প্রয়োজন পড়ে না। সরকারের সাথে সংশ্লিষ্ট এবং দায়িত্বশীল ব্যক্তিদের কাছ থেকে প্রায়ই আমরা নীতি কথা শুনি। বলা হয়, 'শিক্ষাই জাতির মেরুদণ্ড।' এমন নীতিকথা বলতে গিয়ে কেউ কেউ ইসলামের উদাহরণ ও টানেন। ইসলামের নির্দেশ ঃ 'শিক্ষার জন্য প্রয়োজন হলে সুদূর চীনে যাও। দোলনা থেকে কবর পর্যন্ত জ্ঞানার্জন কর। শিক্ষা সম্পর্কে তারা অনেক মনীষীর কথাও বক্তৃতার মাঝে তুলে ধরেন। তারপর হেন কারেঙ্গা তেন কারেঙ্গা বলে জনসমক্ষে অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন। এমনটা আমরা পাকিস্তান আমলেও যেমন দেখে এসেছি, তেমনি স্বাধীনতাউত্তরকালেও দেখে আসছি। কোন পরিবর্তন নেই। জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে জ্যামিতিক হারে। অথচ সাক্ষর মানুষের সংখ্যা সেই অনুপাতে বৃদ্ধি পাচ্ছে না। বরং দিন দিন নিরক্ষর মানুষের সংখ্যাই উদ্বেগজনক হারে বেড়ে চলেছে। আগে পাকিস্তানকে আমরা দায়ী করতাম আমাদের সকল প্রকার পশ্চাৎপদতার মূল কারণ হিসেবে। এই অভিযোগ অমূলক ছিলো না। কিন্তু সেই পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আমরা নতুন দেশ হড়ে তুলেছি আমাদের ভাগ্যের পরিবর্তন হবে সেই আশায়। পাকিস্তান এখন আমাদের জন্যে কোন বাধা নয়। প্রশ্ন ওঠে, তবু কেন আমরা শিক্ষা, শিল্প ইত্যাদি বিভিন্ন ক্ষেত্রে এখনও আশানুরূপ সাফল্য বা অগ্রগতি অর্জন করতে পারছি না? অথচ একে একে আঠারোটি বছর কেটে গেছে স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর। একটি নব্য স্বাধীন রাষ্ট্রের জন্যে এ সময়কাল যথেষ্ট না হলেও কম নয়। এ সময়কালে মোট জনগোষ্ঠীর শতকরা একশ' ভাগ না হোক, পঞ্চাশ ভাগ অন্ততঃ শিক্ষিত হতে পারতো। কিন্তু বাস্তবে হয়েছে মাত্র শতকরা ২৪ ভাগের মত। এটা নিশ্চয়ই আমাদের জন্যে খুবই হতাশার ব্যাপার।

বলতে দ্বিধা নেই, এই ব্যর্থতার জন্যে দায়ী আমাদের নেতৃত্ব। যে সরকার ক্ষমতায় এসেছে সেই সরকারই মুখে মুখে শিক্ষার মহিমা এবং গুরুত্বের কথা প্রচার করেছেন, শিক্ষার হার ও মান উন্নয়নের লক্ষ্যে ব্যবস্থা গ্রহণের কথা বলেছেন। একেবারেই যে কোন ব্যবস্থা বা পদক্ষেপ নেয়া হয়নি তা নয়। আসলে আন্তরিকতা এবং সদিচ্ছার অভাব ছিলো বলেই শিক্ষা ক্ষেত্রে কাংঙ্খিত উন্নয়ন সম্ভব হয়নি। আমাদের ধারণা, শিক্ষা বিস্তার ও এরমান উন্নয়নে এ যাবৎ গৃহীত সকল পদক্ষেপ বা ব্যবস্থার সঠিক বাস্তবায়ন হলে দেশে সাক্ষর লোকের সংখ্যা উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পেতো। নিরক্ষরতা দূরীকরণের লক্ষ্যে অতীতে যে গণশিক্ষা কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছিলো তা এরকম বন্ধই বলা চলে। রিপোর্ট সূত্রে প্রকাশ, তৃতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনায় গণশিক্ষা কার্যক্রমের জন্য ২৫ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছিলে। কিন্তু সেই বরাদ্দকৃত টাকা এখন পর্যন্ত নাকি অব্যবহৃত অবস্থায় পড়ে রয়েছে। অর্থাৎ তা কাজে লাগানো হয়নি। প্রকাশ, এ কার্যক্রমটি সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার জন্য কোন অফিস কিংবা কর্মচারীর ব্যবস্থা করা দূরে থাক, কার্যক্রমটি চালু করারই কোন উদ্যোগ নেয়া হয়নি। এক সময় নিরক্ষর লোকদের অক্ষরজ্ঞানের জন্য ছাত্রদের কাজে লাগানোর পদক্ষেপ নেয়া হয়। এই পদক্ষেপ অনুসারে একজন নিরক্ষর লোককে অক্ষর জ্ঞানদানের বিষয়টি মাধ্যমিক ছাত্রদের জন্য বাধ্যতামূলক করা হয় ৫০ নম্বরের বিনিময়ে। কিন্তু '৮২ সালের পর সেই ব্যবস্থাটিও বন্ধ হয়ে যায়। অন্যদিকে প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক করার কোন সরকারী উদ্যোগও নেয়া হয়নি। স্বাধীনতার পর গঠিত প্রতিটি শিক্ষা কমিশনই তাদের রিপোর্টে অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা চালু করার সুপারিশ প্রদান করে। কিন্তু তাদের সেই পরামর্শকে আমল দেয়া হয়নি। এসব নানা কারণে সাক্ষরতার সংখ্যা বৃদ্ধি পায়নি বলেই আমাদের ধারণা।

অথচ শিক্ষা ছাড়া আমাদের কোন গতিও নেই। আমরা সবাই দেশের সেবা করে আর্থ–সামাজিক অবস্থার উন্নতি ঘটাতে চাই। কিন্তু দেশের সমগ্র জনগোষ্ঠীকে শিক্ষিত জনগোষ্ঠীতে পরিণত করতে না পারলে কি তা সম্ভব? মোটেই তা সম্ভব নয়। অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক ইত্যাদি বিভিন্ন ক্ষেত্রে কাংঙ্খিত উন্নয়ন সাধন করার পূর্ব শর্ত হচ্ছে মানব সম্পদের উন্নয়ন। এটা একমাত্র শিক্ষার মাধ্যমেই সম্ভব। বাংলাদেশের মত দরিদ্র ও পশ্চাৎপদ জাতির জন্যে সকল প্রকার সমস্যা উত্তরণের প্রকৃষ্ট পন্থা হচ্ছে দেশের তাবৎ জনগোষ্ঠীকে শিক্ষিত জনগোষ্ঠীতে পরিণত করা। নিরক্ষরতা আমাদের জন্য এক মস্তবড় অভিশাপ এবং সকল প্রকার উন্নয়নের পথে এক মারাত্মক অন্তরায়। এই নীতিকথায় শুধু বিশ্বাস স্থাপন করলে চলবে না। এর বাস্তবায়নে সর্বোচ্চ ত্যাগ স্বীকার করতে হবে এবং সম্ভব সকল প্রকার প্রচেষ্টা চালাতে হবে। আমরা মনে করি, নিরক্ষরতা দূরীকরণ কার্যক্রমকে সফল করে তোলার জন্যে উপরোক্ত ব্যবস্থাগুলোর প্রতি মনোযোগী হওয়া দরকার। একই সাথে সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক করার ব্যাপারে পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। আমরা শুনেছি, সরকার নিরক্ষরতা দূরীকরণের তথা শিক্ষা বিস্তারের লক্ষ্যে চতুর্থ পাঁচসালা পরিকল্পনায় সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক করার বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করছেন। এই শোনা কথা কতটা সত্য জানি না, তবে এটা সত্য যে, আমাদের সার্বিক কল্যাণের জন্য তা শুধু প্রয়োজনীয় নয়, অপরিহার্য।